'দেকার্তের একমাত্র দোষ হল, এইসব ধারণাকে অভিজ্ঞতা-প্রসূতরূপে গণ্য না করে দেকার্ত তাদের সহজাত বা 'মনোজাত' বলেছেন'[১]।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সহজাত ধারণাতত্ত্বের বিরোধিতা করলেও জ্ঞান সম্পর্কে লক সংশয়বাদী নন। বুদ্ধিবাদীরা যেসব ন্যায়গত সূত্রকে সহজাত বলেন, লক তাদের সত্যতা সম্পর্কে সংশয়বাদী মনোভাব পোষণ করেন না; তিনি কেবল একথাই বলেন যে, ঐসব সূত্রের বা নিয়মের উৎস হল অভিজ্ঞতা, জন্মগত কোন ধারণা নয়। সাধারণ মানুষের অভিমতকেই সমর্থন জানিয়ে লক বলেন যে, 'জগৎ ব্যাপারে আমাদের সমুদয় জ্ঞানের উৎসমূলকে জানতে হলে অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে মানসিক উপাদানকে বিশ্লেষণ করে তা জানা যাবে না, জানতে হবে আমাদের চারপাশের জগৎকে (বাহ্যজগৎকে) পরিদর্শন করে'।[২] অর্থাৎ **জ্ঞান-সংগ্রহের জন্য আমাদের মনকে অন্তর্মুখী না করে বহির্মুখী করতে** হবে। সহজ কথায়, লকের মতে, যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য মনস্থ অন্তর ধারণার বিশ্লেষণ এক নিষ্ফল প্রক্রিয়া, কেননা অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা বলে বাস্তবিক কিছু নেই।

সহজাত ধারণার (অন্তর ধারণার) সমর্থক বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ বিশেষ করে দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন যার জন্য কতকগুলি ধারণাকে অন্তর ধারণা বা সহজাত ধারণা বলতে হয়। বৈশিষ্ট্য দুটি হল - **সর্বমনে বর্তমান থাকা** (universally present) এবং **সমভাবে বর্তমান থাকা** (present in the same way)। বুদ্ধিবাদীরা বলেন, এমন কতকগুলি ধারণা আছে, যথা - চিন্তার মূলসূত্র **তাদাত্ম্য নিয়ম ও বিরোধবাধক নিয়মের** ধারণা (যৌক্তিক বা চিন্তাগত ধারণা), **নৈতিক ধারণা** (ব্যবহারিক ধারণা) এবং **ঈশ্বরের ধারণা**, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-ভেদে সব মানুষের মনে উপস্থিত থাকে এবং তারা একইভাবে উপস্থিত থাকে। কতক ধারণার এই বৈশিষ্ট্য থেকে সহজাত ধারণাতত্ত্বের সমর্থকগণ এমন সিদ্ধান্ত করেন যে, 'ঐসব ধারণা মানুষের জন্মগত বৃত্তির (inherent faculties) মতো অবশ্যই সহজাত হবে।' সহজাত ধারণাতত্ত্ব খণ্ডনে লক মূলত এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন।

সহজাত ধারণাতত্ত্বের বিরুদ্ধে লকের অভিযোগগুলি নিম্নরূপ : নঞর্থক দিক : (Locke's objection against the doctrine of innate ideas : Negative aspect) :

(১) সহজাত ধারণাতত্ত্বের সমর্থকগণ 'সব মনে বর্তমান থাকা' অর্থাৎ **'সার্বিকতাকে'** (universality) সহজাত ধারণার একটি আবশ্যিক বা অপরিহার্য * লক্ষণ বলেছেন : চিন্তার মূল সূত্র, নৈতিকতা, অসীমতা, পূর্ণতা, ঈশ্বর ইত্যাদি ধারণাগুলি সহজাত, কেননা ঐসব ধারণা মানুষমাত্রেই পোষণ করে। লক এসব ধারণাকে 'সার্বিক' বা 'সার্বত্রিক' বলেন না, কেননা তাঁর অভিমত অনুসারে এসব ধারণা সর্বমনে উপস্থিত থাকে না। যেমন - শিশু, নির্বোধ, অজ্ঞ, জড়বুদ্ধি

---

১. 'Descartes' only mistake lay in his supposing that such ideas are innate and do not owe their orgin to experience.' A History of Modern Philosophy. P. 145, W. K. Wright.

২. 'in the end our knowledge of the world around us must come from an examination of the world arround us, and not from an introspective analysis of the furniture of our minds.' Locke Berkeley Hume. P. 23. C. R. Morris.

* যে লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য না থাকলে একটা বিষয় আর সেই বিষয় থাকে না সেটাই হল ঐ বিষয়টির আবশ্যিক বা অপরিহার্য লক্ষণ।

(idiot–যার বুদ্ধি নিতান্ত কম) এবং বর্বর মানুষ এসব ধারণা পোষণ করে না। কাজেই, সহজাত ধারণার আবশ্যিক লক্ষণটি (সার্বিকতা) না থাকার জন্য এসব ধারণাকে 'সহজাত' বলা চলে না।

(২) বুদ্ধিবাদীরা সহজাত ধারণার অপর এক আবশ্যিক লক্ষণের - **'সবমনে সমভাবে অবস্থান করা'**, এই লক্ষণের উল্লেখ করেছেন এবং এই লক্ষণ অনুসারে তাঁরা চিন্তার মূল সূত্ররূপে তাদাত্ম্য নিয়ম, বিরোধবাধক নিয়ম এবং নৈতিকতা ও ঈশ্বরের ধারণাকে 'সহজাত' বলেছেন। লকের অভিযোগ হল - এসব ধারণা সব মানুষের মনে সমভাবে অবস্থান করে না। যেমন - অনেকে ঈশ্বরকে 'সাকার' আবার অনেকে ঈশ্বরকে 'নিরাকার' ভাবেন; অনেকে ঈশ্বরকে 'সগুণ' আবার অনেকে ঈশ্বরকে 'নির্গুণ ভাবেন। তেমনি 'সুচিরস্থায়ী নৈতিক বোধ' বলেও মানুষের কিছু নেই। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নৈতিক ধ্যান-ধারণাগুলিও পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। অনেকে যে কাজকে পাপকর্ম (sin) বলে গণ্য করে, অনেকে আবার সেই একই কাজকে কর্তব্যকর্ম বা পুণ্যকর্মরূপে গণ্য করে। অপরাপর তথাকথিত সহজাত ধারণা সম্পর্কেও এপ্রকার ধারণাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে (আবশ্যিক লক্ষণটি না থাকার জন্য) এসব ধারণা সহজাত নয়।

(৩) লক তাঁর অভিযোগে আরও বলেন, কোন ধারণা 'সর্বমনে' এবং সমভাবে' উপস্থিত থাকলেও তাঁকে 'সহজাত' বলার কোন সঙ্গত যুক্তি নেই, - কেননা অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের ফলে, অভিজ্ঞতা-নির্ভর অনুমানের ফলেও, কোন ধারণা সর্বমনে এবং সমভাবে উপস্থিত থাকতে পারে। যেমন, 'আগুনের' বা 'উত্তাপের' ধারণা বর্তমান বিশ্বের সব মানুষই পোষণ করে এবং একইভাবে পোষণ করে; তবু মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করে আজ আমরা জেনেছি যে, প্রাগৈতিহাসিক কালে সব মানুষের মনে 'আগুনের' বা 'উত্তপের' ধারণা ছিল না - আগুনের ব্যবহারের প্রচলন ও তার সম্প্রসারণের ফলে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেই ঐসব ধারণা আজ সার্বিক ধারণায় পরিণত হয়েছে। আসলে মানুষ প্রথমে যেসব ধারণা লাভ করে তা কোন সাধারণবিষয়ের অথবা বিমূর্ত প্রত্যয়ের নয়, তা হল বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বিশেষের মূর্ত ধারণা। লকের অভিমত হল, এই প্রকারে, তথাকথিত সহজাত ধারণাগুলিও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে ধীরে ধীরে সর্বমনে বিস্তারলাভ করেছে। যেমন, তাদাত্ম্য নিয়ম এবং বিরোধবাধক নিয়ম সম্পর্কে মানব শিশুর প্রথমে কোন বোধই থাকে না ; সে জানে না যে 'একটা জিনিস যা সেটা সর্বদা তাই', 'একটা জিনিস একই সময়ে সেই জিনিস এবং অন্য জিনিস হতে পারে না'। এসব জানবার আগে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাকে জানতে হয় যে, ' চিনি সবসময় মিষ্টি', 'চিনি একইসঙ্গে মিষ্টি এবং তেতো নয়'। এপ্রকার অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের ফলে সে কোন এক সময় তার বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করে যে 'ক হয় ক' (তাদাত্ম্য নিয়ম), 'ক কখনই ক এবং না-ক নয়' (বিরোধবাধক নিয়ম)। একইভাবে, ঈশ্বরের ধারণাটিও সহজাত নয়, অভিজ্ঞতা-প্রসূত। জগতের সর্বত্র উদ্দেশ্যসাধকতার (purpose) বা পরিণতির (design) চিহ্ন লক্ষ্য করে (অভিজ্ঞতা) মানুষ তার সহজ বুদ্ধির মাধ্যমে সর্বক্ষম ও সর্বজ্ঞ, উদ্দেশ্যসাধক বা পরিকল্পকরূপে ঈশ্বরের ধারণাটি গঠন করে। নৈতিক ধারণা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সার কথা হল, লকের মতে, বুদ্ধিবাদীদের সহজাত ধারণাগুলিকে 'জন্মগত' (innate) বলার পরিবর্তে 'আভিজ্ঞতিক' (empirical) বলাই বাঞ্ছনীয়। "কোন সূত্র বা ধারণার 'সর্বিকতাকে' যদি কষ্টকল্পিত 'সহজাত ধারণার প্রকল্প' (hypothesis of innate idea) ছাড়াই অন্য কোনভাবে

(অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে) ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে, সরলতার খাতিরে, সেই ব্যাখ্যাই হবে অধিক
গ্রহণযোগ্য এবং 'সহজাত ধারণার প্রকল্পটিকে' অপ্রয়োজনীয়রূপে পরিত্যাগ করতে হবে।'[১]

(৪) সহজাত ধারণা জন্মকাল থেকে মনে থাকলে জন্মলগ্নেই প্রত্যেক মানব শিশু ঐ
ধারণা সম্পর্কে অবহিত হবে। লক বলেন, এমন হ'তে পারে না যে, 'একটা বচন বা ধারণা ম
আছে কিন্তু মন তাকে জানে না, মন ঐ ধারণা সম্পর্কে কোনভাবেই অবহিত নয়'।[২] লকের মতে
'কোন কিছু মনে থাকার অর্থ হল মনের সেইবিষয়ে চেতনা থাকা'।* কিন্তু শৈশবকালে কো
শিশুই তাদাত্ম্য নিয়ম, বিরোধবাধক নিয়ম, ঈশ্বর, আত্মা, দ্রব্য, কারণতা এবং নৈতিকতার ধার
সম্পর্কে কিছুমাত্র সচেতন থাকে না। লক বলেন, 'এক বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিত ও বর্বর মানু
এইসব সাধারণ ও বিমূর্ত প্রত্যয় সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত না হয়েই দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে।'[৩]
তাহলে, সহজাত ধারণাতত্ত্ব সমর্থন করতে হলে এমন কথাই বলতে হয় যে, 'মনের অজ্ঞাতে
মনে ধারণা আছে'। এমন কথা লকের মতে স্ববিরোধী এবং স্ববিরোধিতা অর্থহীন। সহজা
ধারণাবাদ তাই এক অর্থহীন মতবাদ। লকের সিদ্ধান্ত হল, সহজাত ধারণা বলে বাস্তবিক কি
নেই, - সব ধারণাই অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

(৫) সহজাত ধারণাবাদের অনেক সমর্থক আবার বলেন, 'সহজাত ধারণা' বলতে 'জন্মলগ্নে
সুস্পষ্ট ধারণাকে' বোঝায় না, বোঝায় 'ধারণালাভের এক প্রবণতাকে যা বুদ্ধি বিকাশের সা
প্রকটিত হয় (উল্লেখ্য যে দেকার্ত ও লাইব্‌নিজ এই অর্থে সহজাত ধারণাকে গ্রহণ করেছেন)
তাহলে, লকের অভিযোগ হল, মানুষের সমুদয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার সমুদয় কলা, শিল্প, সাহিত্য
সংগীত, সবকিছুকেই সহজাতরূপে গণ্য করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে 'সহজাত' ও 'বহিরাগত
ধারণার মধ্যে কোন প্রভেদই থাকে না।

(৬) সহজাত ধারণাবাদের সমর্থনে অনেকে আবার বলেন, শিশুমনে এসব ধারণা উপস্থি
থাকলেও, সমাজের রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক সংস্কার ইত্যাদির দ্বারা আবরিত হ
এমনই অস্পষ্ট হয় যে ওদের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কোন বোধ বা চেতনা থাকে না, তা
চেতনার অন্তরালে অবস্থান করে। সমর্থকদের এপ্রকার অভিমতকে লক 'আত্মরক্ষার জন্য এ

---

১. 'If the agreement of all mankind about the truth of the principles can b
explained without introducing the hypothesis of innate ideas, the hypothesi
is superfluous, and the principle of economy should be applied.' A History o
Philosphy. Vol. V. P. 74. F. Copleston.

২. 'No proposition can be said in the mind, which it never yet knew, whic
it was never yet conscious of.' Essay. P. 40. Locke.

* উল্লেখ্য যে, লকের সময়ে 'নির্জ্ঞান মনের' (unconscious mind) প্রত্যয়টি না থাকার জ
'মন' এবং 'চেতন মন'কে সমব্যাপকরূপে গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে মনোসমীক্ষক ফ্রয়েড (Freud
প্রতিপাদন করেন যে, 'মনের' পরিধি 'চেতন মনে'র পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক—মনের
একটি খণ্ডাংশমাত্র চেতন, বাকি অংশ অবচেতন বা অচেতন (নির্জ্ঞান)। কাজেই ফ্রয়েডের মনস্ত
অনুসারে, মনে থাকা অর্থে চেতনায় থাকা নয় - মনে এমন অনেক ধারণা আছে (নির্জ্ঞানের ধারণা)
যাদের সম্পর্কে মনের কোন চেতনা থাকে না।

৩. 'A great part of illiterate people and savages, pass many years withou
ever thinking on the like general principles. Ibid. P. 45.

অপপ্রয়াস'রূপে গণ্য করেছেন। এপ্রসঙ্গে লক বলেন যে, সামাজিক শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা যদি সহজাত ধারণাগুলি আচ্ছন্ন হয় বা আবৃত হয় তাহলে শিক্ষারম্ভের পূর্বে শিশুমনে তাদের স্বরূপে পাওয়া যাবে; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, কোন মানবশিশুই সহজাত ধারণা সম্পর্কে সচেতন থাকে না।

উপরোক্ত প্রকারে যুক্তি দর্শিয়ে লক বুদ্ধিবাদীদের সহজাত ধারণাতত্ত্ব খণ্ডন করেন এবং এটাই তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের নঞর্থক দিক। জ্ঞানতত্ত্বের দ্বিতীয় দিকটি হল সদর্থক, যেখানে লক ধারণার উৎসমূল নির্ণয় করে তাঁর অভিজ্ঞতাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

সমালোচনা (Criticism)

লকের 'সহজাত' ধারণাতত্ত্ব খণ্ডন' যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারেনি। 'জন্মলগ্নে মানব শিশু কোন স্পষ্ট ধারণা নিয়ে জন্মায় না' - লকের এই অভিমত স্বীকার করার মধ্যে কোন দোষ নেই; কিন্তু একথা কোনভাবেই অস্বীকার করা চলে না যে, জন্মলগ্নে প্রত্যেক শিশু কিছু সহজাত প্রবণতা বা বুদ্ধিশক্তি নিয়ে জন্মায়। জন্মগত এই প্রবণতা বা বুদ্ধি-সামর্থ্যের জন্যই একই পরিবেশে বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও দুজন শিশু কালক্রমে ভিন্ন চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ এই সহজাত বুদ্ধি-সামর্থ্যকে অস্বীকার করলে কোন রকম ধারণারই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কাজেই, লককে অনুসরণ করে এমন বলা সঙ্গত হবে না যে 'কোন কিছুই সহজাত নয়, সবই অভিজ্ঞতাজাত।' এজন্য বুদ্ধিবাদী দার্শনিক লাইব্‌নিজ লকের অভিজ্ঞতাবাদের সমালোচনায় বলেন - "লকের অভিমতটিকে - 'আমাদের বোধে এমন কিছু নেই যা অভিজ্ঞতার অবদান নয়,' এই অভিমতটিকে, সম্পূর্ণ সত্যরূপে গণ্য করা যাবে যদি ঐ অভিমতের সঙ্গে যোগ করা হয় 'কেবলমাত্র বুদ্ধি-সামর্থ্য ছাড়া'"।

১.৩.২. সদর্থক দিক ; ধারণার উৎস সন্ধান ঃ লকের অভিজ্ঞতাবাদ (Positive aspect : Enquiry concerning the origin of Ideas : Locke's empiricism)

Essay গ্রন্থের প্রথম ভাগে (Book I) সহজাত ধারণাকে সর্বৈব অস্বীকার করে ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (Book II) লক ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন এবং সেভাবে দেকার্ত ও লাইব্‌নিজের বুদ্ধিবাদের বিপরীত মতবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু মানুষ কোন 'সহজাত ধারণা' (innate idea) নিয়ে জন্মায় না, 'জন্মলগ্নে মানুষের মন থাকে একটা সাদা বা কোরা কাগজের (tabula rasa) মতো, যার ধারণা গ্রহণের সামর্থ্য থাকলেও কোন ধারণাই সেই সময় (জন্মকালে) থাকে না'[১]। মানুষের সমগ্র জীবনের (জন্ম পরবর্তী কালের) সমুদয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের মূলে হল তার সমগ্র জীবনের—জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী জীবনের—অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ ধারণা।' লকের এপ্রকার জ্ঞানতাত্ত্বিক অভিমত, প্রকৃত পক্ষে, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস-সম্মত ও সমর্থনপুষ্ট মতবাদ"*